



62839 - ওয়াসওয়াসা বা শুচবায়ু ও এর প্রতিকার

প্রশ্ন

আমার স্ত্রী যখন আমার সাথে কথা বলে তখন আমি তার কথার উত্তর দিই না; শুচবায়ু এর কারণে কিংবা আমার এ বশ্বাসরে কারণে যে, তার কারণে আমার এ শুচবায়ু হয়েছে। তার কথার উত্তর না দ্যো কি তালাক হিসাবে বিবেচিত হবে? আমি যখন তার সাথে রগে, প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে কথা বলি সটো কি তালাক হিসাবে বিবেচিত হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আপনি আপনার স্ত্রীর কথার উত্তর না দ্যো কিংবা আপনার স্ত্রীর সাথে রগে, প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে কথা বলা তালাক নয়। আপনি তালাক নিয়ে যতই চিন্তা করুন না কেন, কিংবা মনে মনে কথা বলুন না কেন, কিংবা নিয়ত ও সংকল্প করুন না কেন— মুখে উচ্চারণ না করলে তালাক হবে না। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আমার উম্মতরে ওয়াসওয়াসা (শুচবায়ু), মনে মনে কথা বলা ক্ষমা করে দিয়েছেন; যতক্ষণ না সৎ কর্ম করে কিংবা কথা বলে”। [সহিহ বুখারী (৬৬৬৪) ও সহিহ মুসলিম (১২৭)]

আলমেগণ এ হাদিসের উপরে এভাবে আমল করে আসছেন যে, কেউ যদি মনে মনে তালাক দিয়ে তাহলে কথা বলার আগ পর্যন্ত কছিই হবে না।

বরং কোন কোন আলমের মতে, শুচবায়ুতে আক্রান্ত ব্যক্তি উচ্চারণ করলেও তালাক হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সৎ ব্যক্তি তালাক দ্যোকহে উদ্দেশ্য করে থাকে। শাইখ বনি উছাইমীন (রহঃ) বলেন: “শুচবায়ুতে আক্রান্ত ব্যক্তি মুখে তালাক উচ্চারণ করলেও তালাক হবে না; যদি না সৎ ব্যক্তির তালাক দ্যো উদ্দেশ্য হয়। কনেনা এ শব্দরে উচ্চারণ শুচবায়ুতে আক্রান্ত ব্যক্তির মুখ থেকে অনচ্ছা সত্ত্ববেও বেরিয়ে যায়। বরং সৎ ব্যক্তি জবরদস্তরি শকির— শব্দটি বের হওয়ার শক্তি প্রবল হওয়ার কারণে এবং প্রতিরোধ করার শক্তি দুর্বল হওয়ার কারণে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “জবরদস্তি অবস্থায় কোন তালাক নহে”। সুতরাং শান্ত অবস্থায় সৎ ব্যক্তির যদি তালাক দ্যোর প্রকৃত ইচ্ছা না থাকে তাহলে তার তালাক কার্যকর হবে না। এই যে বিষয়টি, অর্থাৎ ব্যক্তি তার ইচ্ছা ও ইখতিয়াররে বাইরে কছি করতে বাধ্য হওয়া, সৎ কারণে তালাক পততি হবে না। [সমাপ্ত, ফাতাওয়া ইসলামিয়া (৩/২৭৭) থেকে সংকলতি]

আমরা আপনাকে পরামর্শ দিই যে, আপনি শুচবায়ুর কুমন্ত্রণাদাতার প্রতি ভ্রুক্ষেপে করবেন না, তার থেকে মুখ ফরিয়ে

নবিনে। সবে আপনাকে দিয়ে যা করাতে চায় এর বিপরীতটা করবনে। কেননা শুচবায়ুর কুমন্ত্রণাদাতা শয়তান, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে- ঈমানদারদেরকে দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত করা। এর সর্বোত্তম প্রতিকার হচ্ছে- বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করা, আউযুবলিল্লাহ পড়া তথা বতিাড়তি শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা এবং যসেব গুনাহ ও ইসলাম বিরোধী কাজের কারণে ইবলসি বনী আদমের উপর ভর করে সগেলো থেকে দূরে থাকা। আল্লাহ তাআলা বলেন: “নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও তাদের রবেরই উপর নির্ভর করে তাদের উপর তার (শয়তানের) কোন আধিপত্য নাই।” [সূরা নাহল, আয়াত: ৯৯]

ইবনে হাজার আল-হাইতামি তাঁর ‘আল-ফাতাওয়া আল-ফকিহিয়া আল-কুবরা’ গ্রন্থে (১/১৪৯) শুচবায়ু (ওয়াসওয়াসা) এর প্রতিকার সম্পর্কে যা উল্লেখ করছেন এখানে সটো উল্লেখ করা যতে পারে: “তাঁকে ওয়াসওয়াসা এর প্রতিকার সম্পর্কে জিজ্ঞেসে করা হলে তিনি বলেন: এর ঔষধ একটাই সটো হচ্ছে-শুচবায়ুকে সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে যাওয়া; এমনকি মনের মধ্যে কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও। কেননা কটে যদি সটোকে ভ্রুক্ষেপে না করে তাহলে সটো স্থির হবে না। কিছু সময় পর চলে যাবে; যমেনটি তাওফকিপ্ৰাপ্ত লোকেরা যাচাই করে পেয়েছেন। আর যে ব্যক্তি শুচবায়ুকে পাত্তা দবে এবং সে অনুযায়ী কাজ করবে সে ব্যক্তির শুচবায়ু বাড়তেই থাকবে; এক পর্যায়ে তাকে পাগলের কাতারে নিয়ে পৌঁছাবে কিংবা পাগলের চয়েও নক্শ্ট পর্যায়ে পৌঁছাবে। যমেনটি আমরা অনেকে মানুষের মাঝে দেখেছি, যারা শুচবায়ুতে আক্রান্ত হয়ে এতে কান দিয়েছেন এবং এর শয়তানের কথা শুনছেন। যে শয়তানের ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাবধান করে বলেছেন: “তোমরা পানি ব্যবহারে শুচবায়ু (কুমন্ত্রণাদাতা শয়তান) থেকে বঁচে থাক, যাকে ‘ওয়ালাহান’ ডাকা হয়। অহতুক কাজ করানো ও বাড়াবাড়ির কুমন্ত্রণা দেয়ার কারণে তাকে এই নামে ডাকা হয়। যমেনটি আমি ‘শারহু মশিকাতলি আনওয়ার’ নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ করছি। সহি বুখারী ও সহি মুসলমি আমি যে পরামর্শ দিয়েছি এর সমর্থনমূলক বর্ণনা এসছে যে, যে ব্যক্তি শুচবায়ুতে আক্রান্ত হয়েছে সে যনে ‘আউযুবলিল্লাহ’ পড়ে এবং (দুঃশ্চিন্তাকে বাড়তে না দিয়ে) থমে যায়। আপনি এ প্রতিকারটি একটু ভবে দেখুন; যে প্রতিকারের পরামর্শ দিয়েছেন এমন ব্যক্তি যিনি তাঁর উম্মতকে লক্ষ্য করে মনগড়া কোন কথা বলেন না। জনে রাখুন, যে ব্যক্তি এই প্রতিকার অবলম্বন করা থেকে বঞ্চিত সে আসলেই বঞ্চিত। কেননা, সর্বসম্মতক্রমে শুচবায়ু শয়তানের পক্ষ থেকে আসে। আর এই লানতপ্ৰাপ্ত শয়তানের সর্বাত্মক উদ্দেশ্য হচ্ছে - মুম্নিকে বিভিন্নতরি ডোবাতে ফলে দেয়া, পরেশোন করে রাখা, জীবনকে ভারাক্রান্ত করে তোলা, অন্তরকে অন্ধকারাচ্ছন্ন ও বিষাদময় করে ফলো; যাতো এক পর্যায়ে তাকে ইসলাম থেকে এমনভাবে বের করে ফলেতে পারে যে সে টরেও পাবে না। (নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু; সুতরাং তাকে শত্রু হিসেবে গ্রহণ কর)” [সূরা ফাতরি, আয়াত: ৬] হাদসিরে অন্য এক বর্ণনায় শুচবায়ুগ্রস্ত ব্যক্তির ব্যাপারে এসছে, সে যনে বলে: “আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনছি”। নিঃসন্দেহে যে ব্যক্তি নবীদের আদর্শগুলো পর্যালোচনা করে দেখবে, বিশেষতঃ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ; সে দেখতে পাবে যে, তাঁর আদর্শ ও শরিয়ত হচ্ছে- সহজ, সুস্পষ্ট, স্বচ্ছ সাদা, পরিষ্কার ও এত সরল যে ততে কোন বক্রতা নাই। “তিনি দ্বীনরে ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা রাখেননি” [সূরা হাজ্জ, আয়াত: ৭৮] যে ব্যক্তি তা ভবে দেখবে এবং এর প্রতি যথার্থভাবে ঈমান আনবে তার থেকে শুচবায়ু রোগ ও এর শয়তানের কুমন্ত্রণাগ্রস্ত হওয়া দূর হয়ে যাবে। ইবনে সুননির গ্রন্থে আয়শো (রাঃ) এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, “যে ব্যক্তি এই



ওয়াসওয়াসা দ্বারা আক্রান্ত হবে সে যেনে তিনিবার বলে, আমরা আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমান এনেছি। এতে করে, তার থেকে এটি দূর হয়ে যাবে”।

আল-ইয্য ইবনে আব্দুস সালাম ও অপরাপর আলমেগণও আমরা যা উল্লেখ করেছি এ রকম কথা উল্লেখ করেছেন। তারা বলেছেন: ওয়াসওয়াসা বা শুচিবায়ু এর প্রতিষেধক হচ্ছে- ব্যক্তি এ বিশ্বাস করা যে, এটি শয়তানী কুমন্ত্রণা। ইবলসি এটি তার অন্তরে আরোপ করছে এবং তার সাথে লড়াই করছে। এতে করে সে ব্যক্তি জিহাদ করার সওয়াব পাবে। কনেনা সে ব্যক্তি আল্লাহর শত্রুর সাথে লড়াই করছে। যদি কটে এভাবে অনুভব করতে পারে তাহলে শয়তান তার থেকে পালিয়ে যাবে। সৃষ্টির সূচনাকালে মানুষকে যত্নে পরীক্ষা করা হয়েছে এবং পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে মানুষের উপর শয়তানকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে এটা সে জাতীয় পরীক্ষা; যাতে করে এর মাধ্যমে আল্লাহ সত্যকে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করবেন এবং মিথ্যাকে বাতলি গণ্য করবেন, যদিও কাফরেরো তা অপছন্দ করুক না কেন।

সহহি মুসলমি (২২০৩) উসমান বনি আবুল আস (রাঃ) এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন: শয়তান আমার মাঝে এবং আমার নামায ও তলোওয়াতের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তিনি বলেন: এমন শয়তানকে ‘খনিযবি’ বলা হয়। এমনটা ঘটলে আপনি আউযুলিল্লাহ পড়ুন (অর্থাৎ শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চান) এবং বামদিকে তিনিবার থুথু ফেলুন। তখন আমি এভাবে করলাম। ফলে আল্লাহ শয়তানকে আমার থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন।

এর মাধ্যমে ইতিপূর্বে আমি যা উল্লেখ করেছি তার যথার্থতা জানা যায় যে, ওয়াসওয়াসা (শুচিবায়ু) শুধু এমন সব ব্যক্তির উপর ভর করে যার মাঝে অজ্ঞতা, নরিবুদ্ধি প্রভাব সৃষ্টি করে রেখেছে, তার নিজের কোন বিবেচনাশক্তি নেই। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি ইলম ও বিবেক-বুদ্ধির উপর অবচল আছে সে ব্যক্তি কখনও অনুসরণের পথ ছেড়ে বদীতের পথে হাঁটবে না। নিকৃষ্টতম বদীতি হচ্ছে- শুচিবায়ুগ্রস্ত ব্যক্তির। এরপর ইমাম মালকে (রাঃ) তাঁর শিক্ষক রাবআ - তাঁর যামানায় আহলে সুনানাহর সর্বোচ্চ নতো-সম্পর্কে বলেন: দুইটি বিষয়ে রাবআ সকল মানুষের চয়ে দ্রুতগতি ছিলেন: মলমুত্র থেকে পবিত্র হওয়া ও ওয়ু করার ক্ষেত্রে। এমনকি অন্য কটে...। আমি বলব: অর্থাৎ অন্য কটে না করলেও। (সম্ভবতঃ তিনি বুঝাতে চাচ্ছেন: অন্য কটে ওয়ু না করলেও)।

ইবনুল হুরমুয মলমুত্র থেকে পবিত্র হওয়া ও ওয়ু করার ক্ষেত্রে ধীরগতি ছিলেন। তিনি বলেন: আমি পরীক্ষার শিকার, তোমরা আমাকে অনুসরণ করো না।

ইমাম নববী (রহঃ) জনকে আলমে থেকে বর্ণনা করেন যে, যে ব্যক্তি ওয়ু কথিবা নামাযে শুচিবায়ু রোগে আক্রান্ত তার জন্য ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলা মুস্তাহাব। কনেনা শয়তান যিকরি শুনলে দূরে চলে যায়। আর ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ হচ্ছে-প্রধান যিকরি। শুচিবায়ু দূর করার উত্তম মহাষট্ঠে হচ্ছে- বেশি বেশি আল্লাহর যিকরি মশগুল থাকা। [ইবনে হাজার হাইতামি এর বক্তব্য সমাপ্ত]



আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেনে যশুচবিয়ুতে আপন আক্রান্ত তা দূর করে দনে। আমাদরে ও আপনার ঈমান, দ্বীনদারি ও তাকওয়া বাড়িয়ে দনে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।